দৈনিক বাংলা

পত্রিকা 04 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে ১৪টি দলের বৈঠক

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে ৭ দফা প্রস্তাব গৃহীত

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল ও সন্ত্রাসীদের শাস্তিবিধানের ব্যাপারে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে গত রাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১৪টি দলের প্রতিনিধিরা শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস ঘোষণা করেন। বৈঠকে এই ব্যাপারে সাত–দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। চারঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে সাইফুর রহমান, ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, তরিকুল ইসলাম, অলি আহমদ, অধ্যাপক ইউনুস, আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, সিপিবি'র সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, নুরুল ইসলাম নাহিদ, জামায়াতে ইসলামীর মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, শেখ আনসার আলী, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদ (সি)–এর শাহজাহান সিরাজ, নুরুল ইসলাম খান, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের টিপু বিশ্বাস, এনডিপি'র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদ, বাসদের খালেকুজ্জামান ভুঁইয়া, সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, সিদ্দিকুর রহমান, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য্য, জাসদ (ইনু)–এর হাসানুল হক ইনু, কাজী আরেফ আহমদ এবং ডেমোক্রেটিক লীগের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রারম্ভিক ভাষণের পর সরকারের পক্ষ থেকে ব্যারি–স্টার আবদুস সালাম তালুকদার শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস মুক্ত করার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব বৈঠকে পেশ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা (শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

(প্রথম পৃঃ পর) এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। পরে সর্বসম্মত-ভাবে ৭-দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে সমস্ত বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করার ব্যাপারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষভাবে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

প্রস্তাবের বিবরণ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এক বৈঠক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয় ঃ

যেহেতু বাংলাদেশে দীর্ঘ ৯ বৎসর একটি স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের প্রধান অংশীদার ছাত্র সমাজের গৌরবান্বিত অংশ গ্রহণ এ দেশের ইতিহাসকে মুক্তি সংগ্রামের পর দ্বিতীয়বার অনবদ্যভাবে মহিমান্বিত করেছে —

এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং অন্যান্য অনেক শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সমাজের এক ক্ষুদ্র সশস্ত্র ভগ্নাংশের প্ররোচনা ও অংশগ্রহণের কারণে বৃহত্তম ছাত্র সমাজ হিংসা–হানাহানি, রক্তপাত ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে —

এবং দেশের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তা এবং দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিতে পারে —

এবং যেহেতু ছাত্রদের বিপুল সম্ভাবনা, শক্তি ও দেশপ্রেমের প্রতি দেশবাসীর অগাধ আস্থা এবং দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে—

এবং যেহেতু দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাদান করা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিক কর্তব্য—

সেহেতু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হিংসা, রক্তপাত ও হানাহানি অবিলম্বে এবং চিরতরে বন্ধ করে সুষ্ঠু, সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে,

ছাত্র–শিক্ষকদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক লক্ষ্যে,

সেসন জটের সমস্যা থেকে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে মুক্তি দেবার লক্ষ্যে, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার অবাধ সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে,

আমরা নিম্নলিখিত আহ্বান জানাচ্ছি। স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলসমূহের আন্তরিক দেশপ্রেম এবং ছাত্র সমাজের ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং আস্থা এই আহবানের মূল উৎস।

যেহেতু ছাত্র রাজনীতি দেশের রাজনীতির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু মূল দলগুলোর তরফ থেকে ছাত্রদের সংঘাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অংশকে হিংসার রাজনীতি থেকে চিরতরে বিরত থাকার জন্যে দৃঢ় আহবান জানাচ্ছে।

সন্ত্রাসী শক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ যে কোন প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার আহবান জানানো হচ্ছে।

সরকার, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনের শাসনের নীতি অনুসরণ করে কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সকল সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে দলগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় নির্বিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা পূর্ণ সহযোগিতার সংকল্প ঘোষণা করছি।

কোন অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অথবা শাস্তি বিধান করা হলে কোন দলই সেই অপরাধের প্রতি কোনরূপ সমর্থন বা সহযোগিতা প্রদান করবে না।

শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধরণের অছাত্রদের কোন ছাত্রাবাসে বাস করতে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্রসংগঠন কখনোই আশ্রয় দেবে না। অস্ত্রধারীদের পরিচয় উদঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল দলই তাদের রাজনৈতিকভাবে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করবে।

শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার সকল প্রয়াসের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে আহবান জানানো হচ্ছে।